মহেশপুর সীমান্তে প্রায় ছয় কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণের বার উদ্ধার

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত থেকে ৪ কেজি ২০৩.১১ গ্রাম ওজনের ৩১টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করেছে বিজিবি।

শনিবার (২৬ জুলাই) মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) উপ-অধিনায়ক আবু হানিফ মোঃ সিহানুক স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান আজ সকালে মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮বিজিবি)’র অধীনস্থ কুমিল্লাপাড়া বিওপি’র টহল দল কর্তৃক মেইন পিলার ৬০/৭০-আর হতে ৩০০ মিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে একজন স্বর্ণ বহনকারী ব্যক্তিকে বৃষ্টির মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ভারতে স্বর্ণ নিয়ে যাওয়ার সময় চ্যালেঞ্জ করা হলে ৩ টি পোটলা ফেলে দৌড়ে ভারতের অভ্যন্তরে পালিয়ে যায়।

পরবর্তীতে পোটলা ৩টি কুমিল্লাপাড়া বিওপি’তে নিয়ে আসা হয় এবং খোলার পর সর্বমোট ৩১ টি স্বর্ণের বার পাওয়া যায় যার ওজন ৪ কেজি ২০৩.১১গ্রাম। উদ্ধারকৃত স্বর্ণের সর্বমোট সিজার মূল্য ৫,৮৩,০৩,৬১৮.০০ (পাঁচ কোটি তিরাশি লক্ষ তিন হাজার ছয়শত আঠারো) টাকা।

জব্দকৃত স্বর্ণের বার সমূহ মহেশপুর থানায় জব্দ তালিকা তৈরির মাধ্যমে সরকারি জেলা কোষাগারে জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মেহেরপুর সীমান্ত থেকে ১৮টি সোনার বারসহ ভারতীয় নাগরিক

আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগর সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১৮টি সোনার বারসহ নুর হোসেন নামের এক ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছে বিজিবি।

আজ মঙ্গলবার (১৪ জানুয়ারি) সকাল ১০টার দিকে মুজিবনগর বিজিবি কোম্পানী কমাণ্ডার সুবেদার জামাল হোসেনের নেতৃত্বে বিজিবির একটি টিম এ অভিযান পরিচালনা করেন। আটক নুর হোসেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের নদীয়া জেলার চাপড়া থানার হৃদয়পুর গ্রামের সোনাই শেখের ছেলে।

মুজিবনগর বিজিবি কমান্ডার হাবিলদার রফিকুল ইসলাম বলেন, মুজিবনগর সীমান্তের ১০৪/৫ এস নং পিলার এলাকায় ভারতীয় এক নাগরিক সোনা পাচার করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার লে: কর্নেল সাইদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমানের তত্ত্বাবধায়নে কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার জামাল হোসেন সহবিজিবি সদস্যরা আগে থেকে অবস্থান নেন। বিজিবি টহলদল সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে পায়ে হেটে নুর হোসেন এলাকা দিয়ে সীমান্তের দিকে যেতে দেখে চ্যালেঞ্জ করে। বিজিবি’র টহল দলের উপস্থিতি টের পেয়ে নুর হোসেন ভারতের অভ্যন্তরে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করলে টহলদল তাকে আটক করে। পরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে তার পরিচয় নিশ্চিত করে। আটক নূর হোসেনের কোমরের সাথে প্যান্টের ভিতর স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো ৩টি প্যাকেটের মধ্যে থেকে ১৮ টি সোনার বার উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত সোনার ওজন ২ কেজি ১৮ গ্রাম।

এ ঘটনায় হাবিলদার রফিকুল ইসলাম বাদী হয়ে মুজিবনগর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং সোনার বারগুলি মেহেরপুর ট্রেজারী অফিসে জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

দর্শনার ৫ টি স্বর্ণেরবারসহ

চোরাকারবারি হৃদয় আটক

দর্শনা সীমান্তের রামনগর গ্রামে চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) ও দর্শনা থানা পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়েছে। এ অভিযানে ২৫ ভরি ২ আনা স্বর্ন উদ্ধার সহ হৃদয় নামের এক চোরাকারবারীকে আটক করেছে পুলিশ।

আটক চোরাকারবারী হৃদয় হাসান দামুড়হুদা উপজেলার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের নাস্তিপুর গ্রামের নওশাদ হোসেনের ছেলে।

পুলিশ জানায়, রোববার দুপুর ১২ টার দিকে গোপন সংবাদ পেয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ ও দর্শনা থানা পুলিশের সদস্যরা চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালান দর্শনা পুরাতন বাজার-মুজিবনগর সড়কের দর্শনার মেমনগর বিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে।

এসময় দর্শনা থেকে সীমান্তের দিকে যাওয়া একটি মোটরসাইকেলের গতিরোধ করে অভিযানিক পুলিশ সদস্যরা। পুলিশ দেখে মোটরসাইকেল চালক তার পকেটে থাকা কাগজে মোড়ানো স্বর্ণের বারগুলো পাশের নর্দমার গর্তের মধ্যে ফেলে দেয়। পরে তাকে আটক করে ওই নর্দমার গর্তের মধ্য থেকে ফেলে দেওয়া কাগজে মোড়ানো অবস্থায় একটি প্যাকেট উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধার হওয়া কাগজে মোড়ানো প্যাকেটের ভেতর থেকে ৫টি স্বর্ণের টুকরো বের করা হয়। যার ওজন ২৫ ভরি ২ রতি।

অভিযান শেষে চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনিসুজ্জামান সাংবাদিকদের জানান, গোপন সংবাদ পেয়ে এ অভিযান চালানো হয়। চোরাকারবারিকে আটকের পর জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এ ঘটনায় মামলা দায়েরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এএইচএম লুৎফুল কবীর জানান, আমরা জানতে পারি যে দর্শনা সীমান্ত থেকে স্বর্ন পাচার হচ্ছে। এ মর্মে আমরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ৫ টুকরো স্বর্নসহ হৃদয় হোসেনকে আটক করি।